ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের অবদান

সাইয়েদ সালমান মানসুরপুরি

জুবায়ের রশীদ *অনূদিত*

বাতায়ন
পাবলিকেশন

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর আন্দোলন-সংগ্রাম

স্বাধীনতা আন্দোলনের গোড়ার কথা

ঐতিহাসিক ফাতওয়ার ভাষ্য ২৪
জনসাধারণে ফাতওয়ার প্রভাব ২৪
নতুন এক আন্দোলনের সূচনা ২৪
আহমদ শহিদ রহ.-কে নেতা মনোনীত করার কারণ ২৫
স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা ২৫
সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর অন্যান্য কার্যক্রম ২৬
একটি প্রোপাগান্ডা ২৭
আহমদ শহিদ রহ.-এর আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা ২৮
জিহাদের সফর ২৯
জিহাদের ঘাঁটি স্থাপন ২৯
শিখদের বিরুদ্ধে লড়াই ৩০
অস্থায়ী সরকার গঠন ৩২
অন্যান্য অঞ্চলের সাথে সম্পর্ক ৩২
বিশ্বাসঘাতকতা ৩৩
স্বার্থপর মুসলিম শাসকদের মোকাবিলা ৩৩
ঐতিহাসিক বালাকোটের যুদ্ধ ৩৪
সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর চরিত্র ও গুণাবলি ৩৫
বালাকোটের যুদ্ধে অন্য ধর্মানুসারীদের অংশগ্রহণ ৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন অঞ্চলে সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর অনুসারীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম

আহমদ শহিদ রহ.-এর শাহাদাত-পরবর্তী অবস্থা

দিল্লি মারকাজের পৃষ্ঠপোষকতা ৩৮
শাহ মুহাম্মদ ইসহাক রহ.-এর হিজরত ৩৯
সাদেকপুরের আলেমদের আত্মত্যাগ ৩৯
সীমান্তে যোগাযোগ ৪০
জামেন শাহের গাদ্দারি ৪১
মাওলানা এনায়েত আলির নেতৃত্ব ৪২
ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই ৪৩
সাদেকপুর (পাটনা) মারকাজ ৪৩

তৃতীয় অধ্যায়

আজাদি আন্দোলন (সিপাহি বিপ্লব) ১৮৫৭

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

শাজাহানপুরে ইনকিলাবি সম্মেলন ৪৭
দক্ষিণ ভারতে সিপাহি বিপ্লবের প্রভাব ৪৯
ইনকিলাব জিন্দাবাদ ৪৯
ইংরেজদের কৌশল ৫১
আলেমদের ফাতওয়া ৫২
জিহাদের ফাতওয়া প্রচারের পর দিল্লির রাজনৈতিক পরিস্থিতি ৫৩
বাহাদুর শাহ জাফর ৫৪
জেনারেল বুখত খান ৫৪
দিল্লির গণহত্যা ও নৈরাজ্য ৫৫

চতুর্থ অধ্যায়

১৮৫৭-এর আজাদি আন্দোলনে দেওবন্দিদের অংশগ্রহণ

১৮৫৭-এর আজাদি সংগ্রামে দেওবন্দিদের অংশগ্রহণ

ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠা ৫৭
দিল্লির পতন ৫৯
আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী আলেমদের পরিণতি ৬০
ইংরেজদের গোয়েন্দাবৃত্তি ৬১
কিরানার আন্দোলন ৬১
অন্যান্য শহরে আন্দোলনের চিত্র ৬২

এক মহান মুজাহিদের অমর কীর্তি ৬৩
আহমদুল্লাহ শাহের শাহাদাত ৬৫
ইংরেজদের স্বীকারোক্তি ৬৫

পঞ্চম অধ্যায়

তাহরিকে শায়খুল হিন্দ রহ.

রেশমি রুমাল আন্দোলন

আন্দোলনের সূচনা ও প্রেক্ষাপট ৬৮
সিন্ধুতে আজাদি আন্দোলন ৬৯
জমিয়তুল আনসার ৭০
নাজারাতুল মাআরিফ দিল্লি ৭১
বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা ৭২
হেজাজের পথে শায়খুল হিন্দ রহ. ৭৩
গালিবনামার ভাষ্য ৭৩
গালিবনামার প্রচার-প্রসার ও এর প্রভাব ৭৫
কাবুলে মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধির কার্যক্রম ৭৭
পালটে গেল যুদ্ধের চিত্র ৭৭
আন্দোলনের গোপনীয়তা ফাঁস ৭৮
শায়খুল হিন্দ রহ.-এর অবস্থান ৭৯
শায়খুল হিন্দ ও তার সঙ্গীদের বন্দিত্ব ৭৯
শায়খুল হিন্দ রহ.-এর আত্মগোপন ৮০
উস্তাদের খেদমতে মাদানি রহ. ৮১
জেদ্দা থেকে মিশরের পথে ৮২
মাল্টার বন্দিজীবন ৮৩
মাল্টা থেকে মুক্তি ৮৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাতীয় স্রোতে উলামায়ে কেরাম

শায়খুল হিন্দ রহ.-এর প্রত্যাবর্তনের পূর্বে হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও জমিয়তে উলামার আত্মপ্রকাশ

শায়খুল হিন্দ রহ.-এর কর্মতৎপরতা ৮৭
জামেয়া মিল্লিয়া প্রতিষ্ঠা ৮৭

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের দ্বিতীয় সাধারণ সম্মেলন..... ৮৮
শায়খুল হিন্দ রহ.-এর ইন্তেকাল..... ৮৯
অসহযোগ আন্দোলন..... ৮৯
শুদ্ধি সংগঠনের মোকাবিলা..... ৯০
পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার দাবি..... ৯০
নেহেরু রিপোর্ট..... ৯১
লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলন..... ৯১
আইন অমান্য আন্দোলন ১৯৩১-১৯৩২..... ৯২
নির্বাচনের রূপরেখা..... ৯৩
মন্ত্রিপরিষদ গঠন..... ৯৫
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ..... ৯৬
মুসলিম লীগ ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মাঝে সমঝোতার চেষ্টা.... ৯৭

সপ্তম অধ্যায়

ক্ষণিকের ভুল শতাব্দীর কান্না

ভারত ছাড়ো আন্দোলন

শিমলা কনফারেন্স..... ১০১
পাকিস্তান তৈরির বাসনা..... ১০২
মুসলিম লীগের নির্বাচনি ইশতেহার..... ১০২
জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের ফর্মুলা..... ১০৩
নির্বাচনের ফলাফল..... ১০৪
লাশের স্তূপ মাড়িয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা..... ১০৫
আলেমদের শঙ্কা..... ১০৭

অষ্টম অধ্যায়

গৃহ পুড়ে গেল গৃহেরই প্রদীপে

ভারত ভাগের ঘোষণা

মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের চুক্তি স্বাক্ষর..... ১০৯
কংগ্রেস ভুলে গেল তার ইতিহাস..... ১১০
সংগীত ভবনে পাখির কিচিরমিচির..... ১১১
প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ফারাক..... ১১২
ভারত ভাগে লাভবান কারা?..... ১১২

উম্মাহর ঐক্য ভেঙে খানখান ১১৩
আজাদির শানাই বাজার প্রাক্কালে ১১৩
ফিনকি দিয়ে ছুটে রক্তের ফোয়ারা ১১৪
ছয় লাখ মানুষ হত্যার দায় কার?..... ১১৬
হুসাইন আহমদ মাদানি রহ.-এর ঐতিহাসিক ভাষণ..... ১১৮
মাওলানা আবুল কালাম আজাদের পয়গাম..... ১১৯
সাতচল্লিশ-পরবর্তী হিন্দুস্তান বিনির্মাণে আলেমদের ভূমিকা ... ১২০

গ্রন্থপঞ্জি

প্রথম অধ্যায়

সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর আন্দোলন-সংগ্রাম

[১৮১৮-১৮৩১]

- আন্দোলন-সংগ্রামের সূচনা
- শাহ আবদুল আজিজ রহ.-এর জিহাদের ফাতওয়া
- সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর সংগ্রাম
- শিখদের বিরুদ্ধে লড়াই
- বালাকোট ট্রাজেডি এবং শাহাদাতের ঘটনা

স্বাধীনতা আন্দোলনের গোড়ার কথা

১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ভাস্কো দ্য গামার নেতৃত্বে পর্তুগিজ নাবিকরা সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে পা রাখে। উপকূলীয় অঞ্চল কালিকটে তাদের ব্যবসার সূচনা করে। অতঃপর বাণিজ্যের নাম করে কূটকৌশলে ভারতের পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে আধিপত্য ও প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। সেসব অঞ্চলে স্থাপন করে একের পর এক কুঠি। এ সময় স্থানীয় কেউ বাধা দিতে এলে পর্তুগিজরা তাদের শক্তহাতে নিদারুণ নির্মমভাবে প্রতিহত করে। সেই সাথে তারা ভারত মহাসাগরে চালাতে থাকে লুটপাট। তাদের দস্যুপনার কারণে সাগরে চলাচল একপর্যায়ে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। সাথে তাদের কর্তৃত্বাধীন এলাকার জনগণকে জোরপূর্বক খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে থাকে। খ্রিষ্টরাজ্যসমূহের মতো এ দেশেও পাদরিদের দিয়ে পৃথক বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করে, যেখানে বিচারের নামে তাদের বিরুদ্ধাচারণকারীদের নির্মম শাস্তি দেওয়া হতো। এভাবে পর্তুগিজরা ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রভাব ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।

শুরুতে কেবল পর্তুগিজরা এলেও পরবর্তী সময় ইউরোপের অন্য রাষ্ট্রগুলোও ভারতবর্ষের সম্পদ ও খনিজ দ্রব্যাদির লোভে একের পর এক আগমন করতে থাকে। এরই ধারবাহিকতায় ইংল্যান্ডের একশ এক জন বণিক সংঘবদ্ধ হয়ে তিন হাজার পাউন্ড পুঁজি নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া নামে একটি বহুজাতিক কোম্পানির নাম করে ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দে তাদের প্রথম পণ্যবাহী জাহাজ নিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।[১] সেই থেকে শুরু হয় ব্রিটিশদের ভারতবর্ষে আগমনের ধারা। আধিপত্য বিস্তারের মানসে অত্যন্ত কৌশলে ব্যবসার পাশাপাশি তারা ক্রমান্বয়ে সৈন্য-সামন্ত এনে এখানে সামরিক ঘাঁটিও শক্ত করতে থাকে। একপর্যায়ে চাতুর্য ও কৌশল খাটিয়ে মোঘল রাজদরবারেও পৌঁছে যায় তারা। নিছক ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভারতে তাদের আগমন–এ কথা বুঝিয়ে মোঘল বাদশাহ জাহাঙ্গির থেকে ব্যবসায়িক লাইসেন্স ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেয়। কিন্তু মোঘল বাদশাহ আওরেঙ্গজেব আলমগিরের মৃত্যু অর্থাৎ, ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোঘল সাম্রাজ্য শক্তিশালী ছিল বিধায় ইংরেজ বেনিয়াগোষ্ঠী এ দেশে তেমন সুবিধা লাভ এবং কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করতে পারেনি।

---

১. নকশে হায়াত : ১৭৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন অঞ্চলে সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর অনুসারীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম

- দিল্লি মারকাজের পৃষ্ঠপোষকতা
- সাদেকপুর অঞ্চলের আলেমদের আত্মত্যাগ
- আজাদ অঞ্চলে জিহাদি আন্দোলন

আহমদ শহিদ রহ.-এর শাহাদাত-পরবর্তী অবস্থা

বালাকোটের মর্মান্তিক ঘটনার পর সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর ভক্ত-অনুসারীগণ গেরিলা যুদ্ধের জন্য সীমান্তে জিহাদের নতুন ঘাঁটি স্থাপন করেন।[৩৮] এই ঘাঁটির কমান্ডার ছিলেন সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর একনিষ্ঠ অনুসারী মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম পানিপথি রহ.। তিনি মুফাজফফরাবাদ থেকে এখানে এসে অন্যান্য মুজাহিদদের সমবেত করেন।[৩৯]

দিল্লি মারকাজের পৃষ্ঠপোষকতা

ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মারকাজ ছিল দিল্লি। শাহ আবদুল আজিজ রহ.-এর তত্ত্বাবধানে মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক রহ. এটি দেখাশোনো করতেন। মুজাহিদদের জন্য অর্থ জোগাড় ও জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য হিন্দুস্তানের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার কাজ করা হতো এখানে। শাহ মুহাম্মদ ইসহাক রহ.-এর নির্দেশে তার জামাতা মাওলানা সাইয়েদ নাসিরুদ্দিন ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দের পহেলা এপ্রিল হিজরতের নিয়তে দিল্লি থেকে রওনা করেন। অতঃপর বেরলবি, জয়পুর, টুঙ্ক, আজমির, জয়পুর ও সিন্ধু হয়ে আনুমানিক প্রায় চার বছর পর ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দের শেষ অথবা ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে ইয়াগিস্তানের সীমান্ত অঞ্চল সিত্তানায় এসে পৌঁছেন। তিনি এসে এ ঘাঁটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৪০]

পূর্ববর্তী নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের এমন একটি ধারা চালু করে দিয়েছিলেন যে, লোকেরা নিজ থেকে এসে আন্দোলনে শরিক হতো এবং একে তারা নিজেদের ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করত। মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া লেখেন–

> একজন শীর্ষস্থানীয় ইংরেজ, যে তখন দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে শীর্ষস্থানীয় নীল ব্যবসায়ী ছিল–সে (প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক) উইলিয়াম উইলসন হান্টারকে বলেছিল, তার অধীনস্থ অনেক মুসলমান কর্মচারী তাদের বেতনের একটি অংশ নিয়মিত সিত্তানা ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিত এবং তাদের মধ্যে যাদের আগ্রহ-উদ্দীপনা অধিক ছিল, তারা কোনো না কোনো সময়ের জন্য একজন নেতার অধীনে আন্দোলনের প্রয়োজনীয় কাজ করতে চলে যেত।[৪১]

---

৩৮. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ১/২২৪
৩৯. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৩/৪
৪০. মুকাদ্দিমায়ে তাহরিকে শায়খুল হিন্দ : ৫৫
৪১. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৩/৬

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

১৮৫৭ সাল। সময়টা ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থানকাল। গোটা হিন্দুস্তান ইংরেজদের করায়ত্তে চলে আসে। অপরদিকে মোঘল সাম্রাজ্য একটি প্রাণহীন বস্তুতে পরিণত হয়; যাদের প্রভাব শুধু লালকেল্লার ভেতরই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতেও হিন্দুস্তানের জনগণ মোঘল সাম্রাজ্যকেই রাজত্বের উপযুক্ত জ্ঞান করত এবং মোঘলদের বিরুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জয়ের সংবাদ তাদের অন্তরে তির হয়ে বিদ্ধ হতে থাকে। অপরদিকে ইংরেজরা তাদের অধীনস্থ অঞ্চলসমূহে বেশ জোরেশোরে খ্রিষ্টবাদ প্রচার করতে থাকে। ব্রিটেন থেকে আগত পাদরিরা শহর-নগরে বিচরণ করতে থাকে এবং হিন্দুস্তানিদের তাদের নিজেদের ধর্ম ও আদর্শ থেকে অপরিচিত বানানোর চেষ্টা চালাতে থাকে। খ্রিষ্টান মিশনারিগুলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় খ্রিষ্টবাদ প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে হাজার হাজার চিঠি ছাপিয়ে এলাকায় এলাকায় ছড়িয়ে দেয়। এসবের ফলে হিন্দুস্তানি সমাজে পশ্চিমা ধ্যান-ধারণার প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।

কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার পর ইংরেজরা ধর্মীয় আগ্রাসন চালাতে শুরু করলে স্থানীয় সচেতন লোকদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাতে থাকে যে, রাষ্ট্রের ভোগ দখলের পর এখন আমাদের ধর্ম ও আদর্শও বুঝি ঝুঁকিতে নিপতিত হচ্ছে। এমন সময় একের পর এক সংবাদ আসতে থাকে যে–**এক.** ইংরেজরা হিন্দুস্তানিদের (হিন্দু ও মুসলিম) ধর্ম বিনষ্ট করার জন্য আটার সাথে শূকরের হাড্ডি মিশিয়ে দিয়েছে, **দুই.** ঘিয়ের মাঝে নষ্ট চর্বি মিশিয়ে দিচ্ছে, **তিন.** পানি নাপাক করার জন্য কূপের ভেতর গরু ও শূকরের গোশত নিক্ষেপ করছে, **চার.** সবচেয়ে ভয়ানক যে বিষয়টি ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে, তা হচ্ছে, সামরিক বাহিনীতে ব্যবহৃত কারতুসে ইংরেজরা গরু ও শূকরের চর্বি মিশিয়ে সৈনিকদের তা মুখ দিয়ে খুলতে বাধ্য করছে।

এই সংবাদগুলো ছিল আগুনে ঘি ঢালার মতো। ফলে সাধারণ নাগরিক শুধু নয়; বরং অনেক ইংরেজ সৈন্যের মাঝেও ভয়ানক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বিদ্রোহ নয় শুধু, বরং বলা চলে, সঠিক বিপ্লবের প্রেরণা ও জজবা তাদের হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

সর্বপ্রথম এ আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ কলকাতার শহরতলী দমদম, বারেকপুর ও বাহরামপুরে বিকশিত হয়, যেখানে হিন্দুস্তানি সিপাহিরা 'দ্বীন দ্বীন' বলে

রেশমি রুমাল আন্দোলন

শায়খুল হিন্দ রহ.-এর আন্দোলনকে রেশমি রুমাল আন্দোলন বলার কারণ হলো, ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে শায়খুল হিন্দ রহ.-এর আন্দোলন কিছুটা রেশমি রুমালের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। একটি রুমালে এ আন্দোলনের মূল পরিকল্পনার ছক আঁকা ছিল। সেজন্য ইংরেজরা এ আন্দোলনকে তাহরিকে রেশমি রুমাল নামে প্রসিদ্ধ করে দেয়।[৮৯]

আন্দোলনের সূচনা ও প্রেক্ষাপট

১৮৫৭-এর মহাবিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর দরদি আলেমগণ ১৮৬৬ সনে দেওবন্দে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন; আজ যা বিশ্বব্যাপী দারুল উলুম দেওবন্দ নামে সমধিক পরিচিত। এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল, ভারতবর্ষে ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মনীষা ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি গঠন করা এবং ইংরেজদের ছড়িয়ে দেওয়া মনস্তাত্ত্বিক ধর্মীয় বিষবাষ্প প্রতিরোধ করা। এ প্রতিষ্ঠান একটি মাদরাসা ছিল না শুধু, বরং একটি শক্তিশালী ইসলামিক দুর্গ হিসেবে ধর্ম ও জাতির নানামুখী খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছিল।

দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার দশ বছর পূর্ণ হওয়ার পর এ প্রতিষ্ঠানের রূপকার হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানতুবি রহ.-এর নির্দেশে এখান থেকে শিক্ষাগ্রহণকারী ছাত্রদের সংঘবদ্ধ করার প্রয়াসে 'সামারাতুত তরবিয়ত' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সংগঠনটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতুবি রহ.। সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় ছিলেন দারুল দেওবন্দের প্রথম ছাত্র মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহ.; যিনি পরবর্তী সময় বিশ্বময় শায়খুল হিন্দ নামে প্রসিদ্ধ হন। এ ছাড়া অন্যান্য সদস্য যারা ছিলেন তারা হলেন–

১. মাওলানা আহমদ হাসান আমরুহি রহ.
২. মাওলানা ফখরুল হাসান গাঙ্গুহি রহ.
৩. মাওলানা আবদুল হক পুরকাজি রহ.
৪. মৌলবি মুহাম্মদ ফাজেল ফুলতি রহ.

---

৮৯. তাহরিকে শায়খুল হিন্দ : ৬১

৫. মৌলবি মীর মুহাম্মদ সাদেক মাদরাজি রহ.
৬. মৌলবি আবদুল কাদের দেওবন্দি রহ.
৭. মৌলবি ফাতহ মুহাম্মদ থানবি রহ.
৮. মাওলানা আবদুল্লাহ আম্বটি রহ.
৯. মাওলানা মুহাম্মদ মুরাদ (পাকপটন নিবাসী)
১০. মাওলানা আবদুল্লাহ গোয়ালপাড়ি রহ.
১১. মাওলানা আবদুল আলি মিরাঠি রহ.
১২. মাওলানা নেহাল আহমদ দেওবন্দি রহ.
১৩. মাওলানা আবদুল লতিফ সবাসপুরি রহ.
১৪. মাওলানা আবদুল্লাহ জালালাবাদি রহ.
১৫. মৌলবি মুহাম্মদ আলি রহ.
১৬. মৌলবি আবদুল আদিল ফুলতি রহ.
১৭. মাওলানা কাউসার নাগিনবি রহ.
১৮. মাওলানা কেরামত আলি দেহলবি রহ.।

সংগঠনটির মূল উদ্দেশ্য কী ছিল–এর জবাবে বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া রহ. বলেন, 'সামারাতুত তরবিয়তের উদ্দেশ্য কেবল দারুল উলুম দেওবন্দের কৃতী ছাত্রদের সুসংগঠিত ও পরিচালনা করাই ছিল না; বরং এর প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল ১৮৫৭-এর ক্ষতিপূরণে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাওয়া।[৮৩]

সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার মাত্র দুই বছর পর ১২৯৭ হিজরি সনে হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতুবি রহ. ইন্তেকাল করেন। এর ফলে সংগঠনের নিয়মতান্ত্রিক পৃষ্ঠপোষকতা বাধাগ্রস্ত হয়। তথাপিও ব্যক্তিগতভাবে শায়খুল হিন্দ রহ. তার শিষ্যদের মনস্তত্ত ও চিন্তাচেতনার পরিগঠনের মাধ্যমে কমবেশি ত্রিশ বছর পর্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে এ সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ বহাল রাখেন।[৮৪]

সিন্ধুতে আজাদি আন্দোলন

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষানবিশরা দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষার্জন করতে আসত। তারা শায়খুল হিন্দ রহ.-এর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত হতো এবং মুবাল্লিগ হয়ে যখন নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যেত, সেখানে মাদরাস ও মক্তব প্রতিষ্ঠা করে আন্দোলন-সংগ্রামকে গতিশীল করতে থাকত। এরই ধারাবাহিকতায় ১৩১৫ হিজরি সনে মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি রহ. প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষে কর্মজীবনের সূচনায় শায়খুল হিন্দ রহ.-এর তত্ত্বাবধানে সিন্ধুতে দারুর রাশাদ নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

---

৮৩. আসিরানে মাল্টা : ১২
৮৪. আসিরানে মাল্টা : ২৩

ভারত ছাড়ো আন্দোলন

১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো (আজাদি) আন্দোলনে আলেমসমাজ সর্বতোভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ বিতারণে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছেন।

ইউরোপে তখন চলছে পুরোদমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। হিন্দুস্তানের পক্ষ থেকে ব্রিটেনের সহায়তার তীব্র প্রয়োজন ছিল। কিন্তু হিন্দুস্তানের জনসাধারণ প্রথম থেকেই বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিল। এজন্য ব্রিটিশ সরকার হিন্দুস্তানি জনসাধারণকে তাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য একটি বিশেষ মিশন দিয়ে স্যার স্ট্যাফোর্ট ক্রিপসকে হিন্দুস্তানে প্রেরণ করে; যেন হিন্দুস্তানের আজাদি আন্দোলনের নেতাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে তাদের স্বায়ত্বশাসিত সরকার গঠনের ব্যাপারে আশ্বস্ত করা যায়। সেই সঙ্গে যুদ্ধ পরবর্তী কালে হিন্দুস্তানের জন্য ডোমিনিয়ন মর্যাদা প্রদান, প্রাদেশিক আইনসভা ও দেশীয় রাজ্যগুলোর দ্বারা সংবিধান প্রণয়ন কমিটি নির্বাচন ইত্যাদি প্রস্তাব দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল, এসবে সন্তুষ্ট হয়ে হিন্দুস্তান যেন বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনকে সহায়তা করে। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং বিনিময়ে তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বলে। কিন্তু হিন্দুস্তানের নেতৃবৃন্দ তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। তাদের দাবি ছিল, বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে এবং এখনই নির্বাচন দিতে হবে। অবশেষে দাবি না মেনে নিলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের মিশন প্রত্যাখ্যান করে।[১৬৮]

ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের প্রতি প্রচণ্ড নাখোশ ও ক্ষুব্ধ হয়। তাদের ওপর দমন-পীড়ন শুরু করে। সর্বপ্রথম ১৯৪২-এর জুন মাসে শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানি রহ.-কে একটি বক্তব্যের জেরে গ্রেফতার করে।[১৬৯] এরপর আগস্ট মাসে কংগ্রেস এক সম্মেলন থেকে ইংরেজদের দ্রুত হিন্দুস্তান ছাড়ার আল্টিমেটাম দেয়, অন্যথায় কঠিন পরিণতির স্বীকার হবে। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম কংগ্রেসের এই দাবির পক্ষে পূর্ণ সমর্থন জানায়।[১৭০]

---

১৬৮. তারিখে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ : ১০৮

১৬৯. তারিখে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ : ১১৪

১৭০. তারিখে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ : ১১৭

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

বঙ্গবিজেতা বখতিয়ার – মুহাম্মাদ সাদ সাকী
ইসলামি আকিদা – ইলিয়াস ঘুম্মান
হিন্দুস্তান : ব্রিটিশ আগ্রাসনের আগে ও পরে – হুসাইন আহমদ মাদানি
কলবুন সাকিম – মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
ভাষাজ্ঞান – হাবীবুল্লাহ সিরাজ
বুদ্ধিবৃত্তির নববি বিন্যাস – যুবায়ের বিন আখতারুজ্জামান
হাজি শরিয়তুল্লাহ – আবদুন নুর সিরাজি
ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের অবদান – সাইয়েদ সালমান মানসুরপুরি

প্রকাশিতব্য কিছু বই

তিতুমীর – মুহাম্মাদ মুর্শিদুল আলম
ফকির মজনু শাহ ও ফকির আন্দোলন – এহসানুল্লাহ জাহাঙ্গীর
সিরাজুদ্দৌলা – আমিরুল ইসলাম ফুআদ
তুঘলকি সাম্রাজ্যের ইতিহাস – আমিন আশরাফ
খিলজি শাসনের ইতিহাস – হুসাইন আহমদ খান অনূদিত